পলিসি ব্রিফ
#১৪৬-৮/২০২৫
জানুয়ারি ২০২৫

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

"নতুন বাংলাদেশ"

কেমন গণমাধ্যম চাই!

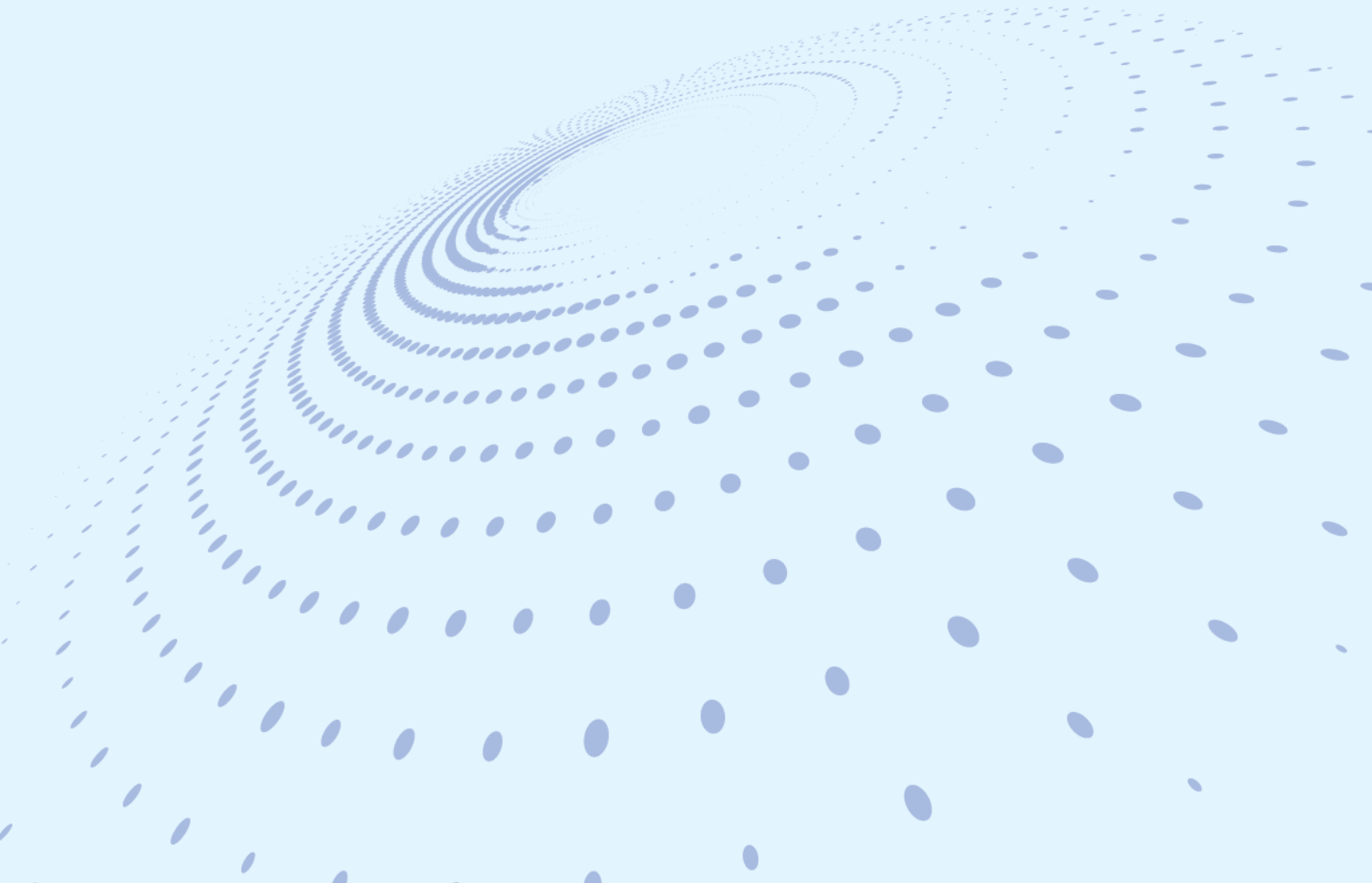

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

"নতুন বাংলাদেশ"

কেমন গণমাধ্যম চাই!

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা–গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সুশাসন, ন্যায়বিচার, নির্ভীক মতপ্রকাশ, অবাধ চিন্তা ও বাক্ স্বাধীনতা নিশ্চিতের অপরিহার্য পূর্বশর্ত। যার ব্যত্যয় ঘটলে, কী হতে পারে তার জ্বলন্ত উদাহরণ নজিরবিহীন ছাত্র-জনতার আন্দোলনে পরাজিত কর্তৃত্ববাদী সরকার। যদিও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার চ্যালেঞ্জ আমাদের দেশে নতুন কোনো বিষয় নয়, তবে বিগত সরকারের আমলে এটা নির্লজ্জ ও আত্মঘাতী আকার ধারণ করেছিলো, যা অতীতের সকল দৃষ্টান্তকে হার মানিয়েছে। এই সময় শুধু গণমাধ্যমের প্রকটতম দলীয়করণই হয়নি এটিকে ক্ষমতাসীনদের মর্জিমাফিক তথ্য ও অপতথ্য পরিবেশন, মিথ্যাচার, ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতিসহায়ক এবং কর্তৃত্ববাদ বিকাশের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে পরিণত করা হয়েছিলো। রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তির গণমাধ্যম-ব্যবস্থা তৈরিতে দলীয় স্বার্থান্বেষী মহলকে ঢালাওভাবে গণমাধ্যমের অনুমতি ও পৃষ্ঠপোষকতা, মুক্ত ও বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনামূলক এবং ভিন্ন মতের গণমাধ্যমকে হেনস্তা বা বন্ধ করে দেওয়াসহ সাংবাদিক সংগঠনগুলোকে দলীয়করণের ফলে সুস্থ, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা খাদের কিনারায় উপনীত হয়েছিলো।

গত ১৪ বছরে মুক্ত গণমাধ্যম সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ৪২ ধাপ অবনতি ঘটেছে। তবে এটাও সত্য যে, শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কর্তৃত্ববাদী সরকারের অপশাসন ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে জনমত সৃষ্টি হয়েছে–সেখানেও গণমাধ্যমের সাহসী ভূমিকা ছিলো অগ্রগণ্য।

কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতনের মধ্য দিয়েই আমরা যে একটি বৈষম্যহীন, বাক্, মত ও চিন্তার স্বাধীনতা নিশ্চয়তাদানকারী আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো সৃষ্টি বা অর্জন করেছি, তা কিন্তু নয়। স্বৈরাচার হঠানো আন্দোলনের একটিমাত্র দিক, কিন্তু এখান থেকে একটি বৈষম্যমুক্ত সমাজ-কাঠামো বিনির্মাণ ততোধিক কঠিন। সাম্প্রতিক সময়ে সাংবাদিক ও গণমাধ্যমের ওপর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আক্রমণ, কোনো কোনো গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করার অপচেষ্টা, নির্বিচারে মামলা. ব্যক্তিগত ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে হেনস্তার উদ্দেশ্যে স্বার্থান্বেষী মহলের অপতৎপরতা উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। নজিরবিহীন আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত "নতুন বাংলাদেশ"–এর অভীষ্ট অর্জনে মুক্ত গণমাধ্যম অন্যতম পূর্বশর্ত।

গণমাধ্যম নামধারী কর্তৃত্ববাদের দোসরদের যথাযথ প্রক্রিয়ায় বিচার করতে হবে। কিন্তু ঢালাওভাবে হামলা-মামলা একদিকে ন্যায়বিচারের পরিপন্থি অন্যদিকে সার্বিকভাবে গণমাধ্যম খাতের জন্য হুমকি স্বরূপ। কর্তৃত্ববাদের দোসর ও আন্দোলনবিরোধী বিবেচনায় বাছবিচারহীনভাবে ১৬৭ জন সাংবাদিকের প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড বাতিল করা হয়েছে। অনেক সাংবাদিককে চাকরি ছাড়তে বাধ্য করা হচ্ছে, রাতারাতি গণমাধ্যমের ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন হচ্ছে। কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা বা কারণ ছাড়াই গণমাধ্যমের শীর্ষপদে পরিবর্তন ঘটছে। মতাদর্শিক ভিন্নতার কারণে অনেককেই "ট্যাগিং" করা হচ্ছে। যার নেতিবাচক প্রভাব হতে বাধ্য। উদ্দেশ্যপ্রনোদিতভাবে বিভিন্ন গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে সামাজিকমাধ্যমসহ বিভিন্নভাবে মিথ্যাচার, বিষেদগার, ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে!

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা সমুন্নত রাখার কথা বলছেন। সাংবদিকদের

বিরুদ্ধে বিভিন্ন হয়রানিমূলক মামলা পর্যবেক্ষণে আট সদস্যের কমিটি গঠন; সাইবার নিরাপত্তা আইন বাতিল ও সংশ্লিষ্ট মামলা প্রত্যাহারের ঘোষণা এবং "গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন" গঠন করা হয়েছে। কিন্তু ভিন্ন মতের প্রতি অসহিষ্ণুতা, গণমাধ্যমকে "পোষ্য" বা স্বার্থরক্ষায় ঢাল হিসেবে বিবেচনা করার যে মজ্জাগত সংস্কৃতি দীর্ঘপ্রক্রিয়ায় তৈরি হয়েছে, তার সংস্কার কী সম্ভব হবে! উপরন্তু সাংবাদিকদের পেশাগত নানা জটিলতা, চ্যালেঞ্জ, অসন্তুষ্টির পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসনের ঘাটতি এবং পেশাদারিত্বের অভাব গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে আরো কঠিন করে তুলছে।

গণমাধ্যমের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) নিম্নোক্ত সুপারিশমালা প্রস্তাব করছে–

ক. আইন ও নীতিকাঠামো

- বাংলাদেশে সংবাদমাধ্যমের জন্য বেশকিছু আইন ও নীতিমালা রয়েছে। যার প্রায় প্রতিটি সুস্থ সাংবাদিকতা বিকাশে কিছু কিছু সুযোগ সৃষ্টি করলেও, অনেক ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণমূলক। গণমাধ্যমের স্বাধীনতার স্বার্থে এ সকল আইন, নীতি ও বিধিমালা যথাযথ পর্যালোচনা সাপেক্ষে সংশোধন এবং নতুন সমন্বিত গণমাধ্যম আইন প্রণয়ন করতে হবে।
- গণমাধ্যমের মালিকানা বা লাইসেন্স-সংক্রান্ত নীতি-কাঠামো ঢেলে সাজাতে হবে, যাতে দলীয় ও গোষ্ঠী স্বার্থ দেখে লাইসেন্স বা প্রকাশনার অনুমতি দেওয়ার প্রথা বন্ধ করা যায়। একইভাবে দলীয় বা ক্ষমতাবানদের স্বার্থের বিপরীতে গেলে লাইসেন্স স্থগিত বা সম্প্রচার বন্ধ করার প্রবণতা চিরতরে রুদ্ধ করতে হবে।
- পত্রিকা, টেলিভিশন ও অনলাইনসহ গণমাধ্যমের নতুন নতুন ধারাকে অন্তর্ভুক্ত করে বিদ্যমান "প্রেস কাউন্সিলের" পরিবর্তে একটি স্বাধীন গণমাধ্যম কমিশন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- সাংবাদিকদের এক্রিডিটেশন কার্ড প্রাপ্তি ও বাতিল প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে হবে। এটি যেন দলীয় বিবেচনা বা সরকারি স্বার্থরক্ষায় বিভিন্ন ধরনের হয়রানির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত না হয়।
- নাম সর্বস্ব গণমাধ্যমে সরকারি বিজ্ঞাপন বরাদ্দের সংস্কৃতি পরিবর্তনের জন্য ডিএফপির নীতিমালাকে সম্পূর্ণরূপে ঢেলে সাজাতে হবে।
- বিটিভি, বেতার ও বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করার মাধ্যমে একপাক্ষিক সরকারি প্রচারযন্ত্র হবার সুযোগ বন্ধ করতে হবে। স্বাধীন ও মুক্ত গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা নিশ্চিত করতে না পারলে জনগণের অর্থে এ সব প্রতিষ্ঠান বন্ধ করাই শ্রেয়।

খ. নিরাপত্তা ও সুরক্ষা

- অবিলম্বে দেশে স্বাধীন সাংবাদিকতার জন্য নিরাপদ ও ভয়ডরহীন উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে সুস্পষ্ট সাংবাদিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করতে হবে।
- পতিত সরকারের দোসর অভিযোগে "উইচ হান্টিং" করে সাংবাদিক হয়রানির চর্চা বন্ধের উদ্যোগ নিতে হবে। হুমকি-ধামকির মাধ্যমে গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধের প্রয়াসের মতো বিগত ক্ষমতাকাঠামোর জনবিরোধী চর্চার পুনরাবৃত্তি রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- গণমাধ্যমের ওপর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আক্রমণ ও হুমকি-হামলায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। গণমাধ্যমসহ সকল ধরনের প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে "মব জাস্টিস" কঠোরভাবে দমনে সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

- আইসিটি অ্যাক্ট, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ও সাইবার সিকিউরিটি আইনের অধীনে গণমাধ্যমকর্মীদের বিরুদ্ধে করা সব মামলা প্রত্যাহার; সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি হত্যাসহ সব হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের বিচার।
- গণমাধ্যমের ওপর গোয়েন্দা নজরদারি সংস্কৃতির মূলোৎপাটন করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

গ. পেশাগত উৎকর্ষ

- গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য অভিন্ন ওয়েজ বোর্ড প্রণয়ন ও নবম ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে দীর্ঘদিন যাবত সুনাম, যোগ্যতা ও দক্ষতার সঙ্গে সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িতদের সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টি করতে হবে।
- সাংবাদিকতার ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার চর্চা নিশ্চিতের জন্য গণমাধ্যম খাতের নিজস্ব উদ্যোগে গণমাধ্যমকর্মীদের নিজেদের পেশাগত নিরপেক্ষতা ও নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করতে হবে।
- মালিকপক্ষের স্বার্থ, কর্পোরেট পুঁজি, রাজনৈতিক প্রভাব ও দলীয় পক্ষপাতমুক্ত গণমাধ্যম চর্চা বিকাশের লক্ষ্যে এ খাতের নিজস্ব উদ্যোগে গণমাধ্যম মালিকানা নীতিমালা, মানবসম্পদ ও সম্পাদকীয় নীতিমালা, পেশাগত ও নৈতিক মানদণ্ড নিরূপণ এবং তার চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠায় কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

ঘ. সাংবাদিক সংগঠন ও গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের করণীয়

- গণমাধ্যমকর্মীরা যাতে চাকরির নিশ্চয়তা, নিয়মিত ও পর্যাপ্ত বেতন-ভাতার সুবিধাপ্রাপ্ত হয়ে এবং সকল প্রকার চাপ ও প্রতিকূলতা থেকে মুক্ত থেকে নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে পারে, তার নিশ্চয়তা বিধানে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এবং সাংবাদিক সংগঠনসমূহের পেশাগত ভূমিকা পালনে দলীয় প্রভাবমুক্ত করার জন্য আইনি বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করতে হবে।
- গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সার্বিক স্বচ্ছতা, আয়-ব্যয় এবং বিনিয়োগের উৎস, কর্মীনিয়োগ, বেতনকাঠামো এবং ওয়েজবোর্ড কার্যকর করার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।
- বস্তুনিষ্ঠ ও নৈতিকতানির্ভর সাংবাদিকতা বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পেশাগত উৎকর্ষ, লজিস্টিক ও সক্ষমতা নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট সংগঠনকে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।
- সাংবাদিকতার গুণগত মানোন্নয়নে বিশেষ করে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বিকাশের জন্য প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তাসহ স্বার্থের দ্বন্দ্বযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক ও নিউজরুম সংস্কৃতির পরিবর্তনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- সাংবাদিকরা যাতে "সেল্‌ফ সেন্সরশিপ মুক্ত" সাংবাদিকতা করতে পারে, তার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সমৃদ্ধ করতে হবে।
- পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমকর্মীরা যাতে বহির্প্রভাব মুক্ত থেকে দায়িত্ব পালন এবং পেশাগত গর্ববোধ ও "মালিক ও বিজ্ঞাপনের স্বার্থমুক্ত" থেকে সাংবাদিকরা স্বাধীনভাবে প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতে পারেন, তার যথার্থ সুযোগ নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যম হাউজ ও সাংবাদিক সংগঠনকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।
- সাংবাদিকতার নামে "চাটুকারিতার চর্চা" বন্ধে সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যম ও সাংবাদিক সংগঠনসমূহকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

- গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও সুরক্ষা নিশ্চিতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য অংশীজনের সক্ষমতা, কর্মতৎপরতা ও পারস্পারিক সহযোগিতা এবং সমন্বয় গভীরতর ও ব্যাপকতর করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

ঙ. স্থানীয় (জেলা ও উপজেলা) পর্যায়ের সাংবাদিকতা

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে জেলা শহর বা উপজেলা পর্যায়ে (স্থানীয় পর্যায়) পেশাগত স্বচ্ছতা ও সততা বজায় রেখে স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার চর্চা করা খুবই কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং। বাস্তবতা বিবেচনায় রেখে স্থানীয় পর্যায়ে নিরাপদ, নিরপেক্ষ ও সুস্থ সাংবাদিকতার চর্চার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে টিআইবি নিম্নোক্ত সুপারিশমালা প্রস্তাব করছে–

- স্থানীয় পর্যায়ে দায়িত্বপালন অনেক ঝুঁকিপূর্ণ বিধায়, পেশাগত দায়িত্ব পালনে সাংবাদিক যেন আস্থা রাখতে পারেন যে–তিনি "একা নন"। এ জাতীয় "আস্থাবোধ" সৃষ্টিতে সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান ও সাংবাদিক সংগঠনসমূহকে অত্যন্ত দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।
- "লোগো সর্বস্ব" সাংবাদিকতা বন্ধে সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যমকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- স্থানীয় পর্যায়ের কর্মীদের নিয়মিত ও মানসম্মত বেতন-ভাতা প্রদান করতে হবে। "সাংবাদিক পরিচয়পত্র" চাঁদাবাজি, হেনস্তা ও দুর্বৃত্তায়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার ঝুঁকি নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানকে স্থানীয় পর্যায়ের কর্মীদের কর্মকাণ্ড নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও পেশাগত দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে।
- স্থানীয় পর্যায়ে সাংবাদিক নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, পেশাগত দক্ষতা ও নৈতিক আচরণের মানদণ্ড অনুসরণ করতে হবে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি-০৫, সড়ক-১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৬৭-৭০, ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৭২
E-mail: info@ti-bangladesh.org, Website: www.ti-bangladesh.org, Facebook: TIBangladesh